সংবাদ

তারিখ ... 05 JAN 2008

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অবৈধ ঘোষিত ৫৬ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি চলছে

সাজেদুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ ঘোষণার ৬ মাস অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র ভর্তিসহ সব ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু অবৈধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি মামলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'বিষয়টি আইনগতভাবে মোকাবেলা করা হবে'। অন্যদিকে এসব অবৈধ বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করার ঘোষণা ইউজিসি ৬ মাস আগে দিলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যত কোন অগ্রগতি নেই।

গত আগস্টে সরকার নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে ৫৬টি বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অবৈধ ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নতুন করে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করবে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানায়। ইউজিসি এ লক্ষ্যে গত বছর ২০ আগস্ট অবৈধ ঘোষিত বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় শাখাগুলোর কর্তৃপক্ষের এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপ অনুষ্ঠানে ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের ২১টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেছিল ইউজিসি। এসব প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে ইউজিসিতে জমা দিতে বলা হয়েছিল। সে সময় বলা হয়, ওই প্রশ্নপত্রের ওপর নির্ভর করে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং নতুন করে তাদের বৈধতা যাচাই করা হবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার অবৈধ ঘোষিত ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির প্রশ্নপত্রের কোন উত্তর দেয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সংলাপ ছাড়া ইউজিসি আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

চলছে : পৃষ্ঠা : ১১ : ৪

চলছে : ছাত্রভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর তাই নীতিমালাও তৈরি হয়নি।

সূত্র মতে, অবৈধ ঘোষিত এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি'র কোন অনুমোদন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এ দেশে শিক্ষার নামে বাণিজ্য করে আসছে।

অন্যদিকে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়েও নানা বিভ্রান্তি রয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে। তারা আসলে কলেজ না বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কোর্স পরিচালনা করছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আবদুল্লাহ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস দেখলে মনে হয় তারা অনেক কিছু পড়ায়। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতেগোনা কয়েকটি বিষয়ে পড়িয়ে থাকে।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষকের মান নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোজাফফর অহমদ বলেন, ওইসব জায়গায় সাধারণত উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায়। যারা শিক্ষার চেয়ে ফ্যাশনটাকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তাদের শিক্ষায় মনোনিবেশ করানোর মতো কোনো পরিবেশ প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করতে পারে না। সেই সঙ্গে যারা ওখানে পড়ান তারাও পারটাইম কাজ করে বলে অধিক মনোযোগ দিয়ে পড়ান না।

অন্যদিকে অবৈধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে 'সংবাদ'কে বলেন, এ দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন চাওয়া হলেও পাওয়া যায়নি। অথচ পাশের দেশ ভারতেও বাইরের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা হিসেবে কার্যক্রম চালাচ্ছে। বেসরকারি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ক্যামব্রিয়ান কলেজ কানাডা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমকে বাশারকে ইউজিসি কর্তৃক অবৈধ ঘোষণার পরও কেন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু তা চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়নি। আর তাই কার্যক্রম বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করছি না।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সঠিকভাবে যাচাই হয় না এ বিষয়ে জানতে চাইলে, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি অফ আইটি'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, আমাদের খাতা মূল্যায়ন হয় যুক্তরাজ্যে, প্রশ্নও আসে সেখান থেকে। ফলে শিক্ষার মান যাচাই হয় আন্তর্জাতিকভাবে। অনেক সময় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের বিনিময়ে ভুয়া সনদপত্র দেয়া হয় এমন অভিযোগ করলে তিনি বলেন, আমরা কীভাবে ভুয়া সনদপত্র দেব? সব কিছুই তো ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি অফ আইটি যুক্তরাজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ীই রেজিস্টেশন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছি। তবে আমাদের দেশে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। সরকার নির্দেশনা দিলে আমরা সে অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাব।

এদিকে সরকারের অবৈধ ঘোষিত ৫৬টি বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ওয়েস্ট কোস্ট ইউনিভার্সিটি পানামা, রয়েল রোডস ইউনিভার্সিটি, ক্যামব্রিয়ান কলেজ কানাডা, সাফস ইন্টারন্যাশনাল, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, পারদানা কলেজ অফ মালয়েশিয়া, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি অফ আইটি, সৌদি ট্রেনিং সেন্টার- এ ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি'র বিরুদ্ধে মামলা করেছে বলে জানা যায়।

এদিকে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, এসব বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখাগুলো সম্পর্কে ইউজিসিতে যথেষ্ট তথ্য নেই। তবে এসব তথ্যের জন্যই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।